মায়া

নিউ থিয়েটার্স

23-12-36

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

মায়া

সুকুমার দাশগুপ্তের 'পরজন্ম' গল্পের
ছায়া অবলম্বনে চিত্রান্তরিত

পরিচালক—প্রমথেশ বড়ুয়া	সহকারী: পরিচালনায়—ফণী মজুমদার
ব্যবস্থাপক—পি. এন্. রায়	" " বিভূতি চক্রবর্ত্তী
সঙ্গীত পরিচালক—রাইচাঁদ বড়াল	" " সোমেন মুখার্জ্জী
পঙ্কজ মল্লিক	" চিত্রশিল্পে—রবি ধর
চিত্রশিল্পী—বিমল রায়	" শব্দযন্ত্রে—রণজিৎ দত্ত
শব্দযন্ত্রী—বাণী দত্ত	" ব্যবস্থাপনায়—অনাথ মৈত্র
রসায়নাগারাধ্যক্ষ—সুবোধ গাঙ্গুলী	" " বোকেন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক—কালী রাহা	
গান—অজয় ভট্টাচার্য্য	" " পুলিন ঘোষ

ভূমিকায়

মায়া	...	যমুনা	হরিমতি
প্রতাপ	...	পাহাড়ী	কৃষ্ণ দাস
শান্তা	...	সিতারা	কনকনারায়ণ
শান্তার মা	...	রাজলক্ষ্মী	ননী ব্যানার্জ্জী
অন্ধ ভিক্ষুক	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে	বিক্রম নাহার
		এবং	ইন্দু মুখার্জ্জী
		আঙ্গুরি	গোপাল সিং
		বোকেন চট্টোপাধ্যায়	গোপালিবালা
		অহি সান্যাল	প্রভাত সেন

একমাত্র পরিবেশক

অরোরা ফিল্ম করপোরেশন লিঃ

১২৫, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা

মায়া—মায়া—মায়া—সংসারের জঞ্জাল মায়া! বাপ-মা-হারা মায়া!—শান্তার দূর-সম্পর্কের বোন মায়া!—শান্তার মা'র গলগ্রহ মায়া!……

মায়া যে সংসারে কি সুখে বেঁচে আছে—তা কেউই বোঝে না। —আরও বিশেষ ক'রে বুঝতে পারে নি শান্তা—যে-দিন সে, তার পরলোকগত বাবার বন্ধুর ছেলে প্রতাপ তাদের বাড়ীতে এসে থাক্‌বে ব'লে, ঘরদোর গুছিয়ে তুলছিলো। একটা সামান্য ঘড়ি কোথায় যে

কেতা-অনুযায়ী রাখ্‌তে হয় তাও জানে না মায়া।—শান্তার শিক্ষিত আধুনিক-আর্টভরা-মন বিষিয়ে উঠেছিলো। শান্তা ভাবলে যে প্রতাপ ভাব্‌বে কি!—বড়লোকের উচ্চশিক্ষিত ছেলে—তাদের বাড়ীতে অতিথি - শান্তার ভাবী-স্বামী! বিরক্ত হয়ে ছুট্‌লো তাদের বাইরের কামরায়—যেখানে বন্ধুবান্ধবরা সব নিজেদের রোল্‌স্ রয়েস্, ডেম্‌লার গাড়ীতে প্রাতঃ ভ্রমণে বেরিয়ে জড়ো হয়েছেন······

শান্তা নব্য-সমাজের। তার বন্ধু-বান্ধবীরা দুঃস্থের কল্যাণ-কল্পে স্টেজে সাহায্য-রজনীতে অভিনয় করেন। বিলেতটা তাঁদের পাশের বাড়ী বল্‌লেই হয়! 'সামাজিকতা' তাঁদের কাছে একটা কুসংস্কার।

প্রতাপের সঙ্গে শান্তার ছেলেবেলা থেকেই বিয়ে হবার কথা আছে।—শান্তার মা আর প্রতাপের মা সখী ছিলেন। কানে অশোক-যুগের ঝুম্‌কো পরার মত, আজকাল, পৌরাণিকতাকে মাঝে মাঝে প্রশ্রয় দেওয়া, অতি-আধুনিকতার একটা অঙ্গ। শান্তার মা আর শান্তা, প্রতাপ আসবে ব'লে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছেন।

প্রতাপ এলো। বড়লোকের ছেলে। বাপ এলাহাবাদ অঞ্চলেই চিরকাল বাস করে এসেছেন।—প্রতাপ সেইখানেই মানুষ।—কল্‌কাতায় শান্তাদের বাড়ীতে থেকেই আইন্ পড়বে। কল্‌কাতার বাইরে মানুষ হওয়াতে অতি-আধুনিকতা এখনো তাকে গ্রাস কর্ত্তে পারেনি।···তাই প্রতাপের কাছে শান্তা আর শান্তার মা'র মায়ার ওপর কঠোর ব্যবহারগুলো কি রকম অসহনীয় লাগ্‌লো। প্রতাপ বলে—"শান্তা! মায়ার ওপর তোমার অযথা—"

কথা শেষ হবার আগেই শান্তা বলে—"Shut up!" দৃপ্ত নারীত্বের প্রবল উচ্ছ্বাস দুর্নিবার—

প্রতাপ চুপ করে যায়—বুঝতে পারে না।—প্রতাপ ত' জানে না যে নারী আজ প্রগতির পথে কতটা এগিয়েছে —মায়া সে যুগের—।

প্রতাপ মায়ারই মত—সে যুগের।···শান্তা দেখে' শুনে' একদিন বল্‌লে—"সংসারে এমন অনেকে আছে যারা নিজেদের শিক্ষিত ব'লে পরিচয় দেয়······কিন্তু তাদের মনগুলো খুঁজে দেখো···দেখবে কুসংস্কারে ভরা।······"

শান্তা প্রতাপকে সান্ত্বনা দেয়—বলে, ভয় নেই—আমি তোমায় শিখিয়ে নেবো।.......

প্রতাপ পুরুষ—তাই নারীর আধিপত্য তার কুসংস্কারপূর্ণ মনে বিদ্রোহ আনে। সেই বিদ্রোহ নিজের মনে গুমরে গুমরে করুণায় গলে পড়ে—মায়ার দুর্গতি দেখে। মায়ার কেউ নেই—মায়া অসহায়,

নীরবে সব অত্যাচার সহ্য করে—কখনো মুখ তুলে কথা বলে না।
প্রতাপ তাই মাঝে মাঝে তাকে গান শোনায়—

"...................

এলো যদি বাদল ঘিরে
দুখের আঁধারে মণিদীপ জ্বলে
ফোটে ফুল নয়ন-নীরে—
নাহি ভয়—
হবে জয়—
বেদনার হবে শেষ।—

শান্তা এ'সব জানতে পারে।......

"চাকরকে ডেকে গান শোনানো?" তার শিক্ষিত মন ঘৃণায় ভ'রে ওঠে—প্রতাপকে বলে—"চলে যাও আমার বাড়ী থেকে—"

তাই একদিন প্রতাপ দেখলে, যে, তার চলে যাবার দিন হঠাৎ উপস্থিত হলো।—আরও হঠাৎ বুঝতে পারলে যে তার চলে যাওয়ার প্রধান কারণ আর বাধা দুইই হয়ে দাঁড়িয়েছে—মায়া!

'করুণা'—'সমবেদনা'—কখন যে প্রেমে পরিণত হয়ে উঠেছে, প্রতাপ বুঝতেই পারেনি।...তাইতে প্রতাপের চলে যাওয়ার সময়ে প্রেম দাঁড়ালো আত্মসম্মানের বিরুদ্ধে।...

শান্তা বাড়ী নেই—ষ্টীমার পার্টিতে গেছে ক'দিনের জন্য।—বাড়ীতে প্রতাপ আর মায়া।...প্রতাপের ওপর হুকুম হ'য়েছে বাড়ী ছেড়ে চলে যেতে—শান্তা ফিরে এসে আর চায়না দেখতে তার মুখ। শান্তার সুরুচিতে নাকি ধাক্কা লাগ্‌বে!—কিন্তু প্রতাপের ত' লজ্জা নেই। সে মায়াকে বলে—"আমি তোমায় ছেড়ে যাব না।" মায়া বলে—"তোমার যাওয়াই ছিল ভাল।" প্রতাপ অবাক হয়ে বলে—"কেন?" মায়া বলে—"যে নারীর মোহে তার আত্মসম্মান—"

প্রতাপ হাসে.........

আড়াল থেকে আর একজনও সেদিন হেসেছিল—নিয়তি।...

টেলিগ্রাম এলো—পিতা মৃত্যু-শয্যায়—মায়াকে ছেড়ে প্রতাপের যেতে হলো! যাবার আগে সে ভগবানকে সাক্ষী মেনে তাঁরই হাতে মায়াকে রেখে চলে গেল। যাবার সময় চোখের জলের ফাঁকে মায়া জিগ্‌গেস করেছিলো—

"আবার আসবে ত'?

প্রতাপ বলেছিল—"অবিশ্বাস?"

মায়া বলেছিল "ভয়—কারণ এত সুখ কি সয়?"

দিন যায়—প্রতাপের বাবার অসুখ বেড়েই চল্‌লো। প্রতাপ মায়াকে চিঠি লেখে—কিন্তু শান্তার দৃষ্টির গণ্ডী এড়িয়ে সে চিঠি আর মায়ার কাছে পৌঁছোয় না। শান্তা সে চিঠি পড়ে—শান্তার মা সে চিঠি পড়ে—তারপর সে চিঠি তারা ছিঁড়ে ফেলে দেয়............

মাসের পর মাস কেটে গেলো—প্রতাপের বাবা মারা গেলেন। প্রতাপ ফিরে এলো.........

শুন্‌লো—মায়াকে বহুদিন হ'লো তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

"তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে?"

শান্তার মা লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠ্‌লেন। কারণ তাঁর বাড়ীতে তিনি মায়ার মত কুলটাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন!

"মায়া কোথায়?"

শান্তার মা কুলটাদের খবর রাখেন না।—শিক্ষিত ভদ্র-সমাজে কুলটাদের স্থান নেই। তাদের যেখানে স্থান......এ আলোচনা শান্তা বা শান্তার মা'র কাছে অসহ্য—এ যে অতীব কুৎসিত ব্যাপার!

কল্‌কাতা মস্ত সহর—প্রতাপ এখানে ক্ষুদ্র মায়াকে খুঁজে পেলো না। একমাত্র খবর পেয়েছিলো এক Maternity Home'র—এক হাঁসপাতালের খাতার পাতায়। মায়ার মত মেয়ের সংসারে ঐ ত একমাত্র ঠিকানা। একটি ছোট্ট ফুটফুটে ছেলেকে বুকে নিয়ে—মায়া নির্ম্মম সংসারের অজানা পথে কোথায় যে চলে গেছে…………

বছর কয়েক কেটে গেছে……

প্রতাপ এখন সহরের শ্রেষ্ঠ ব্যারিষ্টার—উন্নতির চরম-সীমায়। বাইরের জীবনে প্রতাপের জোড়া নেই—তবুও প্রতাপের মনে শান্তি নেই। তার স্ত্রী কোথায় সে জানে না!—সমাজকে সে ঘৃণা করে। সমাজকে সে ঘৃণা করে কারণ সমাজ তার স্ত্রীর কোনও খোঁজ রাখে না—রাখা আবশ্যক মনে করে না—করেও নি। তাইতেই সংসারের কোলাহল থামিয়ে রাত্রি যখন গভীর হয়ে ওঠে, তখন

প্রতাপের মনে একটি মুখ ভেসে ওঠে, আর প্রতাপের বুক ছাপিয়ে আসে তার অজানা অভাগা ছেলের উদ্দেশ্যে ঘুমপাড়ানিয়া এক গান···

সহরের প্রান্তে খোলার ঘরের সারি—গুণ্ডাদের আড্ডা—মাতালের কারখানা। কবিত্ব তার কাছে ঘেঁসে না। তারই একপ্রান্তে পড়ে থাকে এক অন্ধ ভিখারী—আর তারই আশ্রয়ে থাকে মায়া—আর তার ছেলেটা।

সকলের আড়ালে তার জীবনের সব কিছু দিয়ে মায়া ছেলেটাকে মানুষ করেছে।—মানুষের অবিচারে মায়ার আর দুঃখ হয় না—

অন্ধ বলে—মায়া! বল্‌না, তোর স্বামী কোথায়?"

মায়া বলে—"তুমি অন্ধ—অন্ধই থাক্‌বে।"

অন্ধ বলে—"তুই যাবি না তার কাছে—"

মায়া বলে—"না"।

মায়ার অভি ান আছে—মায়া আর বিশ্বাস করে না মানুষকে—মায়া সংসারকে দেখে নিয়েছে—অভিমানে চোখের জলও দু-ফোঁটা গড়িয়ে পড়ে অন্ধের হাতের উপর·································

অন্ধ কিন্তু হেসে বলে—"ভিখারীর আবার মান-অভিমান—"

মায়ার ছেলে বেণু—বড় হচ্ছে—চালাক হচ্ছে—পাড়ায় দুষ্টু ছেলেদের সঙ্গে মিশে' দুষ্টুমিও শিখ্‌ছে। এদিকে যখন পুত্র-হারা প্রতাপ, অনাথ-আশ্রমের ছেলেদের খেল্‌না আর খাবারের সম্ভারের মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে তাদের তৃপ্তিতে নিজে তৃপ্ত হবার চেষ্টা করে—ওদিকে তখন তারই ছেলে বস্তিতে খিদের তাড়নায় খাবার চুরি কর্ত্তে গিয়ে ধরা পড়ে !

"মায়ার ছেলে চুরি করেছে"—চীৎকারে বস্তিটা ভরে উঠেছে। লজ্জা—অপমান—খোলার ঘরের মাটী থেকে সুরু করে ঐ মোড়ের পানের দোকানের সামনের ছেঁড়া কলাপাতাটা পর্য্যন্ত যেন মায়াকে শোনাচ্ছে—"মায়া ! তোর ছেলে চুরি করেছে—তোর ছেলে চোর !"

মায়া বেণুকে বুকে জড়িয়ে ধরে—চোখ তার জলে ভরে ওঠে। সেই চোখের জল ভাসিয়ে দেয় মায়ার অভিমানকে। ছেলের ভবিষ্যৎ ভেবে মায়া বলে, সে তার স্বামীর কাছে যাবে। তাইতেই ত' অন্ধের এত আনন্দ—তার মেয়ে আজ শ্বশুরবাড়ী যাবে। অন্ধ ভিখিরী তাইতেই ত আজ রহিম খাঁ'র ফিটন ভাড়া করেছে।...

দূরে গাড়ী রেখে মায়া তার ছেলের হাত ধরে চল্‌লো—প্রতাপের বাড়ীর দিকে।—সাত বৎসর কেটে গেছে—প্রতাপ কি চিন্‌তে পারবে? সে যে এখন বড়লোক, প্রতাপ কি তাকে ঘরে নেবে ?—ঘরে না নিলে সে অপমান কি মায়া সইতে পারবে ?—সে যে বড় অভিমানী······

ফটকে দারোয়ান। মায়া ভয়ে ভয়ে জিগ্‌গেস করে—"যাব ভেতরে ?" দরোয়ান বলে—"হ্যাঁ, যান্‌।"

ফটকের ভিতরে বাগান—প্রকাণ্ড অট্টালিকা—মায়ার কাছে যেন কোনও স্বপ্নরাজ্যের রাজপ্রসাদ। সদর দরজায় মায়া ঘা দিল—চাকর—।

মায়া বল্‌লে—"বাবুকে বল, একটী মেয়ে আর তার ছেলে দেখা কর্ত্তে এসেছে—না—না—বোলো যে একটী ছেলে আর তার মা দেখা কর্ত্তে এসেছে"—

দরজা বন্ধ হয়ে গেল—মায়া দুয়ারে দাঁড়িয়ে···। বড় লোকের চাকর। সে ভাবলে, বাবু যাবেন সিনেমায়—ভিখিরী বিরক্ত কর্ত্তে এসেছে। তাই সে নিজেই স্থির করে নিলে যে দেখা হওয়া উচিত নয়। মায়াকে এসে বল্লে—"বাবুর সময় নেই—ভিখিরীর সঙ্গে দেখা করবার—"······

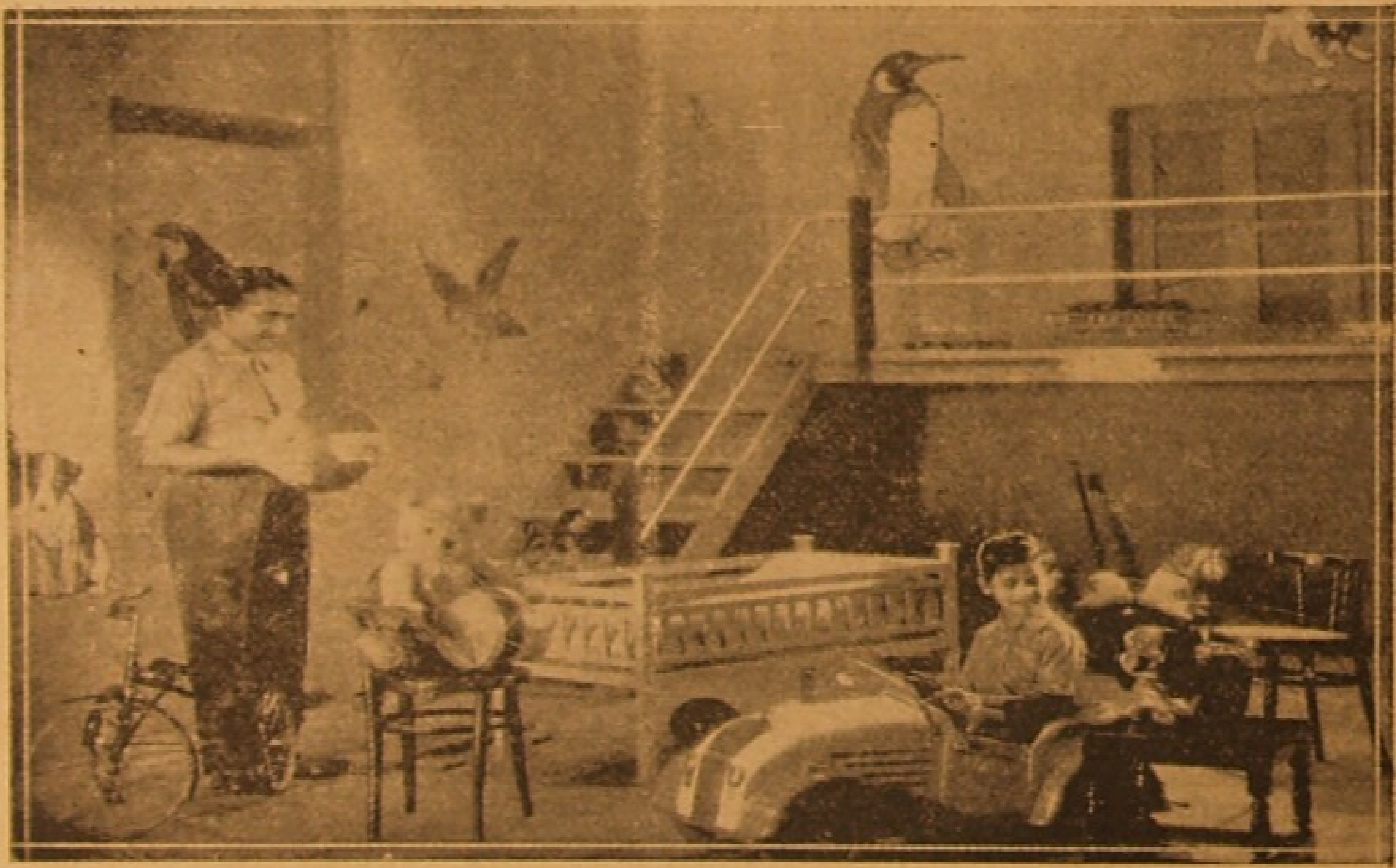

মায়ার স্বপ্নপুরী বাস্তবে এসে মিলিয়ে গেল।—মায়া আবার ফিরে গেলো······

খোলার ঘরের আড়ালে সংসারের বিদ্রূপ মাথায় নিয়ে মায়া দিন কাটায়—তার ছেলের মুখের পানে তাকিয়ে।—সংসারে বেণুই তার একমাত্র অবলম্বন।—তাও বুঝি সইল না—······

গুণ্ডার দলের একজন খবরের কাগজে দেখ্‌লে যে কে একজন বড়লোক একটী ছেলেকে পোষ্য নিতে চায়।—মায়ার ছেলের কথা সে ভাব্‌ল—আর ভাব্‌ল—মদের বোতল—টাকার তোড়া······

সেই রাত্রে ভিক্ষে থেকে ফিরে এসে মায়া দেখ্‌লে—তার বেণু নেই!—তার ছেলে নেই!······

গুণ্ডার আড্ডায় সে দিন মদের স্রোত বয়েছে······মায়া ছুটে গেল তাদের মাঝখানে······ভুলে—হেবো—সবাই আজ আত্ম-হারা—আনন্দে—নেশায়······হেবো বল্‌লে—বেণু? সে ঐ পাশের ঘরে ঘুমুচ্ছে—আয়—দেখ্‌বি আয়”······

মায়া ছুটলো—পাশের ঘরে—ফিরে দেখে দরজার খিল্ বন্ধ করে হেবো দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে—হাতে মদের বোতল। মুখে—“আমি তোকে ভালবাসি, মাইরি······

ভীষণ আওয়াজ—আর্ত্তনাদ—দরজা ভেঙ্গে সর্দ্দার দেখে যে হেবো মাটীতে পড়ে—রক্তগঙ্গা—আর মায়া খালি বলে—“আমার ছেলে কোথায়—।” ওপরে শুধু ভগবানই দেখেছিলেন যে হেবো নিজেই পড়ে গিয়ে বোতলের টুকরো লেগে গলা কেটে খুন হয়—কিন্তু মানুষ আর ভগবানে তফাৎ আছে। তাই সবাই মায়াকে খুনী বলে পুলিশে ধরিয়ে দিলে।

তাই মায়া আজ—স্বামী-হারা, পুত্র-হারা, খুনী·········

তারপর?···তারপর···নির্ম্মম বিচারালয়। নিয়তির স্রোত তাকে টেনে নিয়ে গেল!

কোথায়?

গান

(১)

আজি মোর প্রভাত বেলা
নামিল কি সাঁঝের আঁধার ?
কি জানি কি হ'ল আমার !
আলোর স্বপন গেল কি মুছিয়া
বুঝিবা নামিল মেঘের ভার ॥
কি জানি কি হ'ল আমার ॥

*

গেয়ে যা—ওরে মন এযে মিছে ভয়,
গেয়ে যা ।
চোখের জলে ভাসিয়ে তরী বেয়ে যা ॥

*

এলো যদি বাদল ঘিরে—
দুখের আঁধারে মনিদীপ জ্বলে—
ফোটে ফুল নয়ন-নীরে ॥
নাহি ভয়
হবে জয়
বেদনার হবে শেষ ॥

*

রাত্রি যেথায় ওগো মায়ায় ভরা
সেথায় তুমি বুঝি দিলে ধরা—
(মোর) হিয়ার হিয়া তুমি এলে
ফিরে ॥

———

(২)

কে তুমি গো, কে তুমি গো ।
সুরে সুরে, ঘুম দিয়ে যাও ।
তুমি যে মায়াবী স্বপন—পথে আসি
আমার ফুলরাখী খুলিয়া নাও ॥
নয়ন মেলিয়া চাই, তুমি তো
কোথাও নাই ।
বাঁশরী হায়
পথে লুটায় ॥

———

(৩)

মাধবী গো
জাগো আজি
তোমার বঁধু—
এলো ফিরে
সাজাও তব
ফুলের সাজি ।
আকাশে চাঁদ
চাহে তারায়
তটিনী আজ
সাগরে চায়
রাতের হিয়ায় ।
মিলন-বাঁশী
শুনিছ কি
গেল বাজি' ?

———

(৪)

আয়রে ঘুম নয়ন ছেয়ে ।
পরীর দেশে খোকন যাবে
স্বপন খেয়া বেয়ে বেয়ে ।

———

(৫)

সাধ জাগে মোর চাঁদেরে ছুঁই
পক্ষীরাজে চ'ড়ে,
এক পেয়ালা টান্‌লে পরে হয় না
সে-কাজ ওরে ।
মাটীর ভাঁড়ে চালাই সরাব
ভুলে রইগো সকল অভাব
মদের পিপে হই যেনরে আর জনমে মরে ॥

———

(৬)

আকাশের চাঁদ বুঝিরে শতেক হ'য়ে
পড়ল ঝরে,
এ ধরণীর ধূলির 'পরে।

হারিয়ে আমার মনের চাঁদে
পড়নু বাঁধা মায়ার ফাঁদে
শিশু মনের সুবাসে মোর পরাণ
ওঠে ভ'রে ॥

———

Edited & Published by Hemanta Kumar Chatterjee for & on behalf of the
New Theatres Ltd., 171, Dharamtala Street, Calcutta.
Printed by Sukumar Dutta At the Mahajati Art Press,
136B, Ashutosh Mukherjee Road, Calcutta-25.